শিয়াদের কুফর

ধুম্রজাল ছেড়ে বাস্তবতা

মূল :

জিয়াউর রহমান ফারুকি রহিমাহুল্লাহ

সাবেক আমীর, সিপাহে সাহাবা (পাকিস্তান)

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন বশির

শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.

পাঠানটুলি, শিবুমার্কেট, নারায়নগঞ্জ

(মাওলানা জিয়াউর ফারুকি রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানের একজন সনামধন্য আলেম ছিলেন। আমৃত্যু যে মহান ব্যক্তিবর্গরা শানে সাহাবা নিয়ে কাজ করেছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তানে শিয়াদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত ধুম্রজালকে যখন তিনি মানুষের সামনে স্পষ্ট করতে লাগলেন তখন পূর্বসূরীদের মত মাওলানাকেও অভিশপ্ত শিয়ারা শহিদ করে দেয়। ১৯৯৭ সনে লাহোরে একটি বিস্ফোরণ আক্রমণে তিনি শহিদ হন। "শিয়াদের কুফর; ধুম্রজাল ছেড়ে বাস্তবতা" এটা মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি রহিমাহুল্লাহ-এর একটি ভাষন যা তিনি জনসম্মুখে দিয়েছিলেন। সে ভাষনে যেমন ইমানি জযবা ও হুব্বে সাহাবার আলোক বিচ্ছুরণ প্রকাশ পেয়েছিলো তেমনি তা ছিলো ইতিহাস ও দলিল সমৃদ্ধ। শিয়াদের কুফরির বিষয়গুলো দলিলের আলোকে শিয়াদের নথিপত্র থেকেই একদম সহজ ভাষায় এই ভাষনে তিনি উপস্থাপন করেন। বয়ানের এই শ্রুতিলেখনে চেষ্টা করা হয়েছে বয়ানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুবাদ করতে। তাই ভাষাগত দিকটি বয়ানের অনুরূপ রাখা হয়েছে। প্রতিটি পাঠকের কাছে আবেদন তারা যেনো অবশ্যই ইউটিউব থেকে মূল বয়ানটি শুনে নেন। কারণ হুব্বে সাহাবার যে তরপ মাওলানার দিলে রক্তক্ষরণ হয়ে জবানে প্রকাশ পাচ্ছিলো সে অনুভব এই অনুবাদে আর কোথায় আসবে![1])

[1]) বয়ানের লিংক : https://youtu.be/wC7rJFGzQgk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আমার ভায়েরা!

শিয়াদের বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া নতুন কোনো বিষয় নয়। মাওলানা হক নেওয়াজ শহিদ রহিমাহুল্লাহ শিয়াদেরকে বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে ও চৌরাস্তায় গিয়ে প্রকাশ্যে কাফের বলেছে। এবং এই বিষয়ে তার কাছে অনেক মজবুত দলিল ছিলো। বিষয়টি তাঁর ইমানী গায়রাতের পরিচয় ছিলো। আর তিনি কোনো নতুন কাজ করেননি। তিনি এমন কোনো দলকে কাফের বলেননি, যারা আসলেই কাফের নয়।

শিয়াদের কুফর কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আমার উস্তাদগণ উপস্থিত আছেন। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ . শিয়াদের[2] দলগতভাবে কাফের লিখেছেন। এবং দলিল হিসেবে ঐ আয়াতটিই পেশ করেছেন যা কিছুক্ষণ পূর্বে ক্বারী আব্দুল লতিফ সাহেব তেলাওয়াত করেছেন।

﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ﴾

(যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। -সুরা ফাতহ : ২৯)

এই আয়াতকে সামনে রেখে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ শিয়াদের কুফরের ঘোষণা করেছেন। ইমাম আব্দুল কাদের জিলানি রহিমাহুল্লাহ ‘গুনইয়াতুত তালেবিন’ কিতাবে শিয়াদের কুফরের ঘোষণা করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ শুধু কাফেরই বলেননি, আরো শক্তভাষায় স্পষ্ট করে বলেছেন, পুরো দুনিয়ায় শিয়া এমন এক কাফের সম্প্রদায় যাদের তাওবা কবুল হবে না।

---

[2]) অর্থাৎ রাফেজি শিয়াদের। প্রতিটি আয়িম্মাদের বক্তব্য দ্বারা রাফেজি শিয়াই উদ্দেশ্য। -অনুবাদক

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ একটি বড় চমৎকার কিতাব লিখেছেন 'মিনহাজুস সুন্নাহ' নামক। যা চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আমি আশা রাখি আহলে ইলম হযরত কিতাবটি পড়েছেন। এই কিতাব পুরো উম্মতে মুসলিমার পক্ষ থেকে ফরজে কিফায়ার মর্যাদা রাখে। এই বইতে শাইখুল ইসলাম শিয়াদের কাফের হওয়ার ঘোষণা স্পষ্ট ভাষায় বলেননি। তবে শিয়াদের জন্যে কাফেরদের থেকে আরো কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেহেতু এই কিতাবটি একজন শিয়ার রদে লেখা হয়েছে, তাই এখানে স্পষ্ট কুফরের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু শাইখুল ইসলামের অপর কিতাব 'আসসারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল' কিতাবে প্রকাশ্যে শিয়াদের কুফরের ঘোষণা করেছেন এবং মুরতাদ ও মুনাফিক লিখেছেন।

আমার ভায়েরা!

আমি এই কথা বলতে চাচ্ছি, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এই কথাটি বলেছেন,

من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر

(যে ব্যক্তি আবু বকর রা.-এর সাহাবি হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের)

এরপর শিয়াদের কুফরের বিষয়ে কোনো তাওয়াক্কুফ করা উচিত নয়।

এখন একটি কথা কিছু মানুষ বলে যে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আহলে কিবলাকে কাফের বলা যাবে না। ইমাম সাহেবের এই কথাকে তারাই দলিল বানায় যারা শিয়াদের মুসলমান বলে ঘোষণা করে থাকে। তারা বলে, দেখুন, ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলছেন, 'আহলে কিবলাকে কাফের বলা যাবে না।'

আমার ঐ ভাইদের এই কথা জানা নেই আহলে কিবলার যে পরিভাষা ইসলামে প্রচলিত রয়েছে তা কী জন্য? তার কী উদ্দেশ্য?

যদি তারা বলে যে, আহলে কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য যারা কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়ে, কাবাকে নিজেদের কিবলা মানে—'আহলে কিবলা' বলতে এটাই উদ্দেশ্য। তাহলে আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করবো, আবু জাহেল আর আবু লাহাবের কিবলা কোথায় ছিলো? তাদের কিবলাও তো এই কাবা শরীফ ছিলো। তারাও তো কাবার দিকে ফিরে তাদের নামাজ আদায় করতো। তাওয়াফ করতো কাবাকে কেন্দ্র করে। আপনারা কিতাব মুতালাআ করেন।

তো, 'আহলে কিবলা' এই পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য সেটাই যা ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ . বলেছেন—

اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا ما هو بضروريات الدين

আহলে কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা জরুরিয়্যাতে দ্বীনকে স্বীকার করে। কিন্তু শিয়া এমন এক কাফের, যারা জরুরিয়্যাতে দ্বীনের অস্বীকারকারী। আমি এখানে ভুমিকাস্বরূপ দুই একটি কথা বলে আমার আলোচনা পর্ব শুরু করবো।

'আহলে কিবলা' এটা আসলে তেমন কোনো আহামরি দলিলই নয়। কাদিয়ানিদের যারা কাফের বলে তাদেরও বিরোধিতা এই কথা বলেই করা হয়—'কাদিয়ানীরাও তো আহলে কিবলা'! আপনারা তাদের কেনো কাফের বলেন? ওলামায়ে কেরাম এই কথার খন্ডনেও দলিল দিয়েছেন। এটা তেমন কোনো বিষয় নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পর মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহিমাহুল্লাহ . 'রদ্দুর রাফিজা' নামের কিতাব লিখে শিয়াদের প্রকাশ্যে কাফের হওয়ার ঘোষণা করেছেন।

শাহ ওলিউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ‘ইজালাতুল খফা’ নামক কিতাবে শিয়াদের কুফরের ঘোষণা দিয়েছেন এবং শিয়াদেরকে খতমে নবুওয়াতের মুনকির বলেছেন। এক জায়গায় নয়। বারো জায়গায় শিয়াদের খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী বলেছেন। এবং শেষে অসিয়্যাতে বলে গিয়েছেন এই বলে, দুনিয়ার যে ব্যক্তি আমাকে মানবে আমি তাকে অসিয়্যাত করছি, সে কখনোই যেনো শিয়াকে মুসলমান না বলে। কারণ শিয়ারা খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী।

আর শাহ নেয়ামাতুল্লাহর ঐ স্বপ্ন ‘ফয়জুল হারামাইন’-এ আজও উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ‘শিয়াদের ব্যাপারে আপনার কী মতামত?’

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, শিয়াদের কুফরি বুঝার জন্যে তাদের ‘ইমামতের আকিদা’ পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট।[3]

শাহ সাহেব বলেন, আমি আগামীদিন সকালে উঠেই শিয়াদের ‘ইমামতের আকিদা’ পড়া শুরু করলাম। আর আমি এই ফলাফলে পৌঁছলাম যে, শিয়ারা খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারীই নয়; বরং খতমে নবুওয়াতের দুশমন। এক মূহুর্তের জন্যেও তাদের খতমে নবুওয়াতের উপর ইমান নেই।’

এখন আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন, খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী মুসলমান? আপনার কোনো ফায়দা হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আপনার ভোট দরকার তাই আপনি শিয়াকে কাফের বললেন না। অথবা উদাহরণস্বরূপ, আপনার রাজনৈতিক সফলতা আসছে না। এখন শিয়াদের সাথে সম্পর্ক করতে হবে, তাই বললেন শিয়ারা কাফের নয়। অথবা আল্লাহ মাফ করুক, আপনি এতটাই বুঝদিল যে, আপনি

3) স্বপ্ন শরীয়তের কোনো দলিল নয়। কিন্তু কোনো স্বপ্ন যদি শরয়ী দলিলের পক্ষে আসে তাহলে তা দলিলের সাথে উল্লেখ করতে কোনো সমস্যা নেই। -অনুবাদক

ভাবছেন শিয়ারা যেভাবে তাদের বিরুদ্ধাচারীদের হত্যা করে, আপনাকেও হত্যা করবে। এই জন্যে কাফের বলছেন না। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আপনি শিয়াদের আতংকে হোক, তাদের হিটলিস্টে যাওয়ার ভয়ে হোক, ভোট নেওয়া লাগবে সে জন্যে হোক, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বা রাজনৈতিক দোকানদারি চলানোর জন্যে হোক—এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কিন্তু স্পষ্ট দলিলে আলোকে আমি এই কথা বলতে পারি, পুরো দুনিয়ার কোনো আলেম এই কথার খন্ডন কখনোই করতে পারবে না—শিয়ারা এই দুনিয়ার সবচে জঘন্য কাফের। আর এই বিষয়ে যে সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা ছিলো তাও দূর করে দিয়েছেন ঐ মর্দে মুমিন, যাকে আমরা মুফাক্কিরে ইসলাম মনজুর নোমানী রহিমাহুল্লাহ নামে জানি। যিনি শিয়াদের বিপরীত মুসলমানদের ঘরানা থেকে ফতোয়া প্রকাশ করে সন্দেহের শেষবিন্দুটাও দূর করে দিয়েছেন।

আমার ভায়েরা!

আরো একটি কথা আমি আপনাদের বলতে চাই। শিয়াদের কুফর সম্পর্কে একদম শুরু জামানা থেকে তাদের কুফরির যত কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো মূল কারণ নয়। আর এই কারণেই শিয়াদের আসল কুফরি আকিদাগুলো পর্দার অন্তরালে রয়ে গেছে। শিয়াদের কুফরির সবচে বড় কারণ এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিয়ারা 'শায়খাইন' আবু বকর ও ওমর রা.কে অস্বীকার করে। আর এই কারনেই শিয়ারা 'তাকিয়া'-র চাদরে নিজেদের ঢেকে বিভিন্ন স্থানে ও শতাব্দীতে বাঁচিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, শিয়ারা প্রত্যেক শতাব্দীর মুসলিম বাদশাদের কাছে গিয়ে বলতো 'আমরা মুসলমান'। যদি তাদের জিজ্ঞাস করা হতো 'তোমরা তো আবু বকর আর ওমরকে মানো না'। তখন তারা বলতো, 'জি, আমরা তাদের মানি। তবে আলি রা.-র পর তাদের মর্যাদা এটা শুধু বলি'।

ব্যস, আলোচনা সেখানেই শেষ। কিন্তু শিয়াদের যত আসল কুফরী আকিদা আছে সেটা তো অন্ধকারে রাখা হয়েছে। কেন?

১. তাদের সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ছিলো আমাদের। অথবা

২. তাদের তাকিয়ার কারণে।

শিয়াদের আসল কুফরিগুলো যদি প্রথম যামানা থেকেই স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হতো তাহলে তারা দুনিয়ার কোনো শতাব্দীতে, কোনো ভুখন্ডে, কোনো মুসলিম বাদশাহর কাছে শিয়ারা মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি পেতো না। আর তাদের অবস্থা ঠিক তেমনই হতো যা বর্তমানে ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও শিখদের।

কিন্তু কুফরির আসল কারণগুলো বলা হয়নি। সাহাবাদের তাকফির ও গালি দেওয়া ছাড়াও তাদের অনেক কুফরি আকিদা আছে।

ভায়েরা আমার!

ভুমিকাস্বরূপ আরেকটি কথা বলি। রাজনৈতিকভাবেও যদি দেখি তাহলে দুনিয়ার কোন জামানায় এই শিয়ারা মুসলমানদের নুন্যতম কী উপকার করেছে?

একটা তো হলো, হযরত ওমর ফারুক রা.কে ছুরিকাঘাতকারী শিয়া, হযরত উছমান রা.কে শহিদকারী শিয়া। এটাও কিছুক্ষণের জন্যে একদিকে রাখুন।

সালাহুদ্দিন আইউবী রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে গাদ্দারী কে করেছে? আমাকে কি একটু বলবেন? সালাহুদ্দিন আইউবী খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধে লড়ছিলো আর সেই খ্রিস্টানদের কাতারে গিয়ে শিয়ারা ঢুকে গেছে!

ইবনে আলকামী কে? যে বাগদাদে হালাকু খানকে ডেকে এনে মুসলমানের সম্রাজ্যকে তছনছ করে দিয়েছে।

যখন ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন তখন তাতারীদের সাথে মিলেছে কারা?

সুলতান টিপু যখন ময়দানে আসলো তখন মীর সাদিকটা কে?

নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন আসলো তখন মীর জাফরটা কে?

আচ্ছা রাখুন পুরান শতাব্দীর কথা। আজ আফগানিস্তানে যখন ১৩ বছর যাবৎ যুদ্ধ চলছে, পনেরো লক্ষ মুজাহিদ শহিদ হয়েছে, দুই দফা মুজাহিদগণ কাবুল বিজয়ের দারপ্রান্তে ছিলো, তখন বাঁধা সৃষ্টি করেছে এই শিয়ারাই। আর বর্তমান এখন যে অবস্থান আছে তা হলো মুজাহিদদের ব্যাপারে আমেরিকার যে পজিশন ইরানেরও ঠিক একই পজিশন। আমেরিকা বলে জাহের শাহের সাথে সন্ধি করো, ইরানও বলে জাহের শাহের সাথে সন্ধি করো। এর অর্থ দাঁড়ায়, যে পনেরো লক্ষ মুজাহিদ শহিদ হয়েছে তাদের রক্ত মূল্যহীন, তা বিফলে গেলেই বা কী!? আফগানের ময়দানে জিহাদে ইসলামের সবচে বড় বাধা হলো ইরান। তারা পাঁচটা কাগুজি সংগঠন বানিয়েছে। যারা প্রতিটি পদে-পদে মুজাহিদদের জন্যে বাধা সৃষ্টি করছে।[4]

ভায়েরা আমার!

আমি আজকের আলোচনায় যে বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাই তা হলো, শিয়াদের কুফর শুধু আবু বকর ও ওমর রা.-র বিরোধিতার কারণে এই কথাই বলা হয়েছে। অথচ শিয়াদের কুফরির এর থেকেও বড় বড় কারণ রয়েছে। যেমন 'আকিদায়ে বাদাহ'। আচ্ছা আমি ধরে নিলাম এটাতে

4) আলহামদুলিল্লাহ, ১৫ আগষ্ট ২০২১ সালে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে আফগানিস্তানে মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় দান করেন। সম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস আমেরিকা ও তার সহযোগী ন্যাটো রাষ্ট্রসমূহ নাকে খর দিয়ে আফগানিস্থান ত্যাগ করে। আর ক্ষমতায় আসে তালেবান। আল্লাহ এই ইসলামে ইমারতের ছায়াকে পৃথিবীর উপর দীর্ঘায়িত করুক। আমীন -অনুবাদক

ব্যাখ্যার সুযোগ আছে। ওলামায়ে কেরাম বলছেন, এই আকিদায় ব্যাখ্যার সুযোগ আছে।

'আকিদায়ে রাজয়াত'—কেয়ামতের আগেই মুর্দারা জীবিত হতে পারবে। এটাও শিয়াদের আকিদা। আমি বলবো ঠিক এটাতেও ব্যাখ্যার সুযোগ আছে। কিন্তু শিয়াদের সেই সমস্ত কুফরিগুলো যেগুলোতে তাবিলের কোনো সুযোগ নেই, সেগুলো উম্মাতে মুসলিমার সামনে আনা ফরজ। যাতে যেসব শিয়ারা তাকিয়ার চাদরে নিজেদের কুফরি লুকিয়ে উম্মাতে মুসলিমার প্রত্যেক স্তরে ঢুকে গেছে, তাদের তাকিয়ার সেই চাদর সরিয়ে দিয়ে নগ্ন করে চৌরাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায়।

করা দরকার কি না?

আর শিয়াদের এই নগ্ন করার পুরো দোষ যার উপরে বর্তাবে সে হলো খোমেনি।

আমি যদি আজ বলি, শিয়া! তোমরা তাকিয়া করো, তাহলে তারা বলে আমি বিদ্বেষ রাখি। আমি যদি বলি তোমরা আবু বকর ও ওমর রা. কে গালি দাও, তাহলে তারা বলে আমি ফাসাদ সৃষ্টি করছি। আমি বল, হে শিয়া! তোমরা আকিদায়ে বাদাহতে আল্লাহকে মিথ্যুক বলো। তারা বলে, না না, আমরা এমনটা বলি না। আমি বলি, তোমরা তোমাদের ইমামদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশি মর্যাদার বলে থাকো, তারা বলে এটা আমাদের আকিদা নয়।

কিন্তু আমার ভাইয়েরা! শিয়ারা হলো সে সম্প্রদায় যারা প্রত্যেক যামানায় তাকিয়া করে এসেছে। এখানে একটি প্রশ্ন। ঐ প্রশ্ন উল্লেখ করে আমি উত্তর দিবো যাতে বুঝতে আমাদের সুবিধা হয়।

আমাদের উপর এই প্রশ্ন করা হয়, ফারুকি সাহেব! এর কী কারণ? আজ থেকে দশবছর পূর্বেও তো খতমে নবুওয়াতের প্রতিটি কনফারেন্সে শিয়ারা উপস্থিত থাকতো। আর আজ তুমি তাদের বলছো কাফের!?

প্রত্যেকটি আন্দোলনে শিয়া। পাকিস্তান বানানোর সময় শিয়া। খতমে নবুওয়াতের আন্দোলনে শিয়া। আর আজ তারা নিকৃষ্ট কাফের হয়ে গেছে!? এটার কী কারণ?

আমার প্রশ্ন ঠিক আছে? এই প্রশ্ন আছে কিনা সমাজে? আর আজ যে তোমরা শ্লোগান তুলছো, 'কাফের কাফের শিয়া কাফের' এটা তোমাদের জোরজবরদস্তি ও শক্তমতের কারণে বলছো। আজ থেকে দশবছর পূর্বে তো এই কথা বলা হতো না। আজ কেনো বলা হচ্ছে? কী এমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে?

এবার একটি মৌলিক কথা মুখস্থ করে নিন। 'উসুলে কাফি' শিয়াদের মৌলিক একটি ধর্মগ্রন্থ। সেখানে আলি রা. থেকে রেওয়ায়েত আছে। ইমাম জাফর সাদেক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিরুল মুমিনীন আ. বলেন, দুনিয়াতে আমার অনুসরণকারী যত শিয়া আছে তাদের কাছে আমার এই অসিয়্যাত পৌঁছিয়ে দেও, যে ব্যক্তি নিজের মাজহাব লুকিয়ে রাখবে সে ইজ্জত পাবে। আর যে প্রকাশ করবে সে বেইজ্জতি ও লাঞ্ছিত হবে।'

এটাই হলো, শিয়াদের মৌলিকনীতি। 'উসুলে কাফি'তে আছে। আর শিয়া চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত এই উসুল অনুযায়ী চলছে। কেনো? কারন ছাপাখানা তো এক দেড়শো বছর থেকে শুরু হয়েছে। এর আগে সবকিছু কলমে লেখা হতো। আর শিয়াদের যত মৌলিক কিতাবাদি তার সবটাই এর পূর্বে লেখা হয়েছে। এই 'উসুলে কাফি' এটা কলমে লেখা হয়েছে। 'ফুরুয়ে কাফি' হাতে লেখা হয়েছে। 'তাহজিবুল আহকাম', 'আল ইস্তেবছার' শিয়াদের এই চার কিতাব যাকে তারা 'সিহাহে আরবায়া' এবং 'কুতুবে আরবায়া' বলে। এই কিতাবগুলো কলমে লেখা হয়েছে। একটি করে নুসখা তারা লুকিয়ে ফেলেছে। একটি দেশে একটি করে হাতে লেখা নুসখা লুকিয়ে রাখা তেমন কঠিন কিছুই না। হাজার, দেড় হাজার বছরে শিয়াদের কোনো কিতাব ছাপানো বা প্রকাশ্যে ছিলো না।

সব হাতে লিখিত পান্ডুলিপি আকারে ছিলো। আর আলি রা.-র এই বক্তব্য তাদের কাছে ছিলো—'যে তার মাজহাব লুকাবে সে ইজ্জত পাবে আর যে প্রকাশ করবে সে লাঞ্ছিত হবে।' তাই শিয়ারা তাদের সমস্ত পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রেখেছে। একটি নুসখাকে যদি পুরো দেশে লুকিয়ে ফেলা হয় তাহলে কে এটা খুঁজে বের করবে—শিয়াদের আকিদা কী? তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এরা করতে চায় কী? উদ্দেশ্য কী তাদের? এগুলো লুকিয়ে রাখা অনেক সহজ। এটাই ছিলো তাদের মাজহাব। নিজেদের লুকিয়ে রাখো। তুমি যদি কোনো শিয়াকে জিজ্ঞাসা করো, তোমরা কুরআন অস্বীকার করো। তারা বলবে মিথ্যা কথা। তুমি বলবে তোমরা আবু বকরকে গালি দেও তারা বলবে এটা সত্য নয়। কেনো তারা এটা করতো? কারণ আমাদের দৃষ্টিতে তো সে মিথ্যা বলেছে। কিন্তু তাদের ধর্মমতে তো সে নেকি কামিয়েছে। ইমামের কথা মেনে তাকিয়া করেছে। আর তাদের উসুলই হলো,

من لا تقية له لا إيمان له

যে তাকিয়া করবে না তার ইমান নেই।

তার অর্থ হলো, সে নিজের মাজহাবের ব্যাপারে মিথ্যা বললে সে নেকি পাবে। কিন্তু আপনারা কেনো আপনার নিজ এরিয়ায়, আপনার ভুখন্ডে, আপনার আশপাশে শিয়াদের কথা মত বলে দেন—তারা তো আল্লাহকে মানে। এরা তো নবিকে মানে। আবু বকরকে মানে। সমস্যা তো নেই।

আরে! এটাই তো তাদের আদেশ ছিলো নিজের মাজহাব লুকাও। তুমি নেকি পাবে।

কিন্তু আমার ভায়েরা!

খোমেনি ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় এসে সে তৃতীয় যে হুকুম জারি করে তা কোথায়? খোমেনির বিভিন্ন ভাষণ যা ত্রিশখন্ডে ছাপা হয়েছে। ঐ সমস্ত ভাষণের সংকলনের যে তৃতীয় ভাষণ সেখানে

স্পষ্ট আছে, ইমামের আদেশ ছিলো মাজহাব লুকাও। কিন্তু ১৪ শত বছরের ইতিহাসে আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তা এর আগে আর কোনো শিয়া পায়নি। তারা হয়তো মুরতাদ ছিলো অথবা সুন্নিদের সাথে আতাত করে ক্ষমতায় ছিলো। আমি এই সবকিছু থেকে উর্ধ্বে। আমি আলি আ.-র যোগ্য উত্তরসূরি। ইমাম হওয়ার যোগ্য। তাই আমি ইমাম আলি আ.-র সেই হুকুমকে মানসুখ করে দিয়ে এলান করছি, শিয়া! নিজেদের মাজহাবকে প্রকাশ করো। প্রথমে মাজহাব লুকানো ইবাদত ছিলো আর এখন মাজহাব প্রকাশ করা ইবাদত।

হাজার বছরের তাকিয়ার মাজহাবকে খোমেনি ভেঙ্গে দিলো। সমস্ত হাতে লিখিত পাণ্ডুলিপি যা এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো তা প্রকাশ্যে এসে শিয়াদের লুকানো চেহারা ফাঁস করে তাদেরকে চৌরাস্তায় উলঙ্গ করে দিয়েছে। উসুলুল কাফি ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাক্কুল ইয়াকীনকে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিয়াদের সমস্ত কিতাব যেগুলোতে সাহাবাদের মা-বোনদের তুলে গালি দেওয়া হয়েছে ছাপিয়ে দিয়েছে।

যেখানে লেখা ছিলো—আল্লাহ মিথ্যা বলে এটাও ছাপিয়েছে।

যেখানে লেখা ছিলো—পয়গম্বর ব্যার্থ হয়েছ, সেটাও ছাপা হয়েছে।

যেখানে লেখা ছিলো—ইমাম মাহদির হাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত নিবে সেটাও ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যেখানে লেখা ছিলো—আয়েশা রা.কে জীবিত করে জিনার শাস্তি দেওয়া হবে, এটাও ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যেখানে লেখা ছিলো—আবু বকর ও ওমরকে রওজা থেকে বের করে পাথর নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে উলঙ্গ করে মদিনার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হবে, তাও ছাপিয়ে দিয়েছে।

যেখানে লেখা ছিলো—আবু বকর কাফের, ওমর কাফের, উছমান মদখোর। তাও ছাপিয়ে দিয়েছে।

ঐ সবকিছু সাড়ে ১৭ লক্ষ ডলার খরচ করে এক বছরে খোমেনি ছেপেছে। উর্দুতে, আরবিতে, ফারসিতে ও ইংরেজিতে। যখন এই সমস্ত কিতাব দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছে গেলো। এতদিন যারা ইরানী ইনকেলাবের পর খোমেনিকে সালাম দিতো, সম্মান করতো, আজ যখন এই বিষমাখা চেহারা প্রকাশ পেয়ে গেলো তখন সমস্ত মুসলমান খোমিনিকে কাফের ফতোয়া দিয়ে দিলো।

আরে!

হক নেওয়াজ জাংভি রহিমাহুল্লাহ . তো পাকিস্তানে ছিলো। ইন্ডিয়াতে মানজুর আহমেদ নোমানী রহিমাহুল্লাহ . সে তো কোনো সিপাহে সাহাবার সদস্য ছিলো না। লেবাননে শায়খ উতাইর শিয়াদের কাফের ফতোয়া দিলো। সে তো কোনো সিপাহে সাহাবার কেউ ছিলো না। মিশরের শায়খ উজাইর তাকফির করলো। সে তো কোনো সিপাহে সাহাবার লোক ছিলো না। মিশর থেকে খোমেনির কুফরের ব্যাপারে কিতাব ছাপানো হয়েছে। বাইরুত থেকে খোমেনির কুফরের ব্যাপারে কিতাব ছাপানো হয়েছে। ইন্ডিয়া থেকে খোমেনির কুফরের বিষয়ে কিতাব ছাপানো হয়েছে।

ঐ কুফরগুলোকে যদি হক নেওয়াজ রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বাজারে, পার্কে লাগিয়ে থাকে যাতে মানুষের ইমানকে রক্ষা করতে পারে। তাহলে আমাকে বলো, এই কুৎসিত জঘন্য চেহারা প্রকাশ করাতে হক নেওয়াজের নয় বরং কাফের খোমেনির হাত রয়েছে। ঐ শিয়া! তোরা হক নেওয়াজকে ভালো মন্দ বলা ছাড়। তোদের বাপ খোমিনীর কবরকে গিয়ে গালি দে।

আমার ভায়েরা!

আমার কথা বুঝে আসতেছে আপনাদের? এখন বলেন, শিয়াদের চেহারা খুলে তাদের উলঙ্গ কে করেছে? খোমেনি করেছে। খোমেনি নিজের দেহকে নিজে উলঙ্গ করেছে। কিন্তু হক নেওয়াজ জাঙভির উপর কেন তারা তাদের রাগ প্রকাশ করলো? এই বিষয়ে আমি আলোচনা করবো। এই তো গেলো কিছু ভুমিকা স্বরূপ কথা। এখন আমি মূল আলোচনা শুরু করবো।

ভুমিকাস্বরূপ কিছু কথা বললাম, এবার আসল আলোচনা শুরু করা যাক।

(এক. শিয়াদের কুফরের মৌলিক ও প্রথম কারণ)

শিয়াদের কুফরের মৌলিক কারণ এটা নয় যে—তারা সাহাবাদের গালি দেয়, আবু বকর ও ওমরকে গালি দেয়। আসল কারণ হলো, শিয়া তাদের জন্মলগ্ন থেকেই কুরআনের দুশমন। শিয়ারা 'কুরআন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে' এই কথার প্রবক্তা। শিয়াদের বক্তব্য হলো, এই যে কুরআন আমাদের সামনে আছে তা মদখোর খলিফাদের কারনে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন!

কুরআনে সুরা ইউসুফের একটি আয়াত

﴿ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ٤٩﴾

তারপর আসবে এমন একটি বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তখন তারা আঙুরের রস নিংড়াবে। -সুরা ইউসুফ আয়াত:৪৯

মৌলভি মকবুল দেহলবি (শিয়া) এই আয়াতের ব্যাখ্যা লেখে, এখানে ইয়া'ছিরুন (ইয়া-র উপর যবর আর সোয়াদের নীচে যের) হবেনা। বরং

উ'ছরুন (ইয়া'-র উপর পেশ আর 'সোয়াদ'-র উপর যবর হবে)। তো মৌলভি মকবলু দেহবলবি বারো পাড়ার এই আয়াতের টিকায় লেখে, এই কুরআন মদখোর খলিফাদের কারনে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে।

শিয়াদের উর্দু ভাষায় কুরআনের তরজমা দুটি। কতগুলো তরজমা? বর্তমানে উর্দু ভাষায় শিয়াদের কয়টি তরজমা মূলত? দুটি।

একটি তরজমা হলো, মৌলবি মকবুল দেবলবির। প্রত্যেক শিয়াদের ঘরে এই তরজমা আছে। দ্বিতীয়টি হলো, মৌলভি ফরমান আলির। মৌলবি ফরমান আলি তার তরজমাতে

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩

আমি এই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এই কুরআন সংরক্ষণ করবো। -সুরা হিজর আয়াত: ৯

এই আয়াতের অধীনে এই অভিশপ্ত লেখে, 'আয়াতে 'জিকর' দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন নয়। উদ্দেশ্য হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আয়াতের অর্থ হবে, রাসুলকে আমি দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। এবং আমিই তার সংরক্ষণ করবো। সুতরাং রাসুলের সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাকে কেউ হত্যা করতে পারেনি। এই আয়াত থেকে এটাই উদ্দেশ্য।'

অথচ পুরো উম্মত এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একমত যে আয়াতে 'জিক্‌র' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন।

এই অভিশপ্ত আরো লেখে, 'আয়াত থেকে উদ্দেশ্য যদি 'কুরআন' মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এটা দ্বারা এই উদ্দেশ্য হবেনা যে, দুনিয়াতে যত জায়গায় কুরআন আছে সবগুলো আল্লাহ সংরক্ষণ করবে। বরং একটি কুরআনও যদি দুনিয়ায় সঠিকভাবে থাকে তাহলে আল্লাহর হিফাজতের ওয়াদা পুরো হবে। আর যেহেতু ঐ একটি কুরআন হযরত আলি রা.-র কাছে সংরক্ষণ ছিলো তাই আয়াতের ওয়াদা পুরো হয়েছে।'

এইতো হলো বর্তমান যামানার শিয়াদের বক্তব্য। শিয়াদের মৌলিক যত গ্রন্থ আছে তার মাঝে একটি হলো 'উসুলে কাফি'। সেখানে একদম স্পষ্ট করে লেখা আছে, মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব কুনাইনি বলে, এই যে কুরআন আমাদের সামনে আছে তা পরিবর্তন করা হয়েছে। আসল যে কুরআন তা মূলত ছিলো সতেরো হাজার আয়াত সম্মেলিত।

আসল কুরআনের আয়াত কতছিলো? আরো জোরে আওয়াজে, কত ছিলো? সতেরো হাজার। আর বর্তমানে আমাদের সামনে যে কুরআন আছে তার আয়াত সংখ্যা কত? ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টি বা আটষট্টি। যেভাবে বলেন।[5] এটা হলো কুরআনের বর্তমান আয়াত সংখ্যা আর আসল কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত হলো সতেরো হাজার। ঐখানে এই কথাও আছে আসল কুরআনের সাইজ হলো ৭০ গজ লম্বা। বন্ধ থাকলে ৭০ গজ।

আর আমি বলি যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে ১৪০ গজ। আর একশো চল্লিশ গজ কুরআন পড়ার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একটা একটা মোটরসাইকেল থাকা দরকার। এখন আপনি একশো চল্লিশ গজকে যদি 'ফুট' হিসেবে ধরেন তাহলে সংখ্যা দাঁড়াবে 'চারশো বিশ'। হিসাব করে নেন আপনারা। করেছেন? কত হলো? চারশো বিশ। যেই ধর্মের কুরআনের সাইজই হলো ৪২০, তো সেই মাজহাবের ব্যাপারে আপনি আন্দাজ করে নেন। আবার এই কুরআন 'সুররা মান রায়া' গুহায় লুকায়িত আছে। ঐ গুহা আবার ইরাকে। ইরানীরা ইরাকের সাথে যুদ্ধ করে সব করতে পারলো শুধু নিজেদের ইমামকে বের করতে

5) কুরআনের মুল আয়াত সংখ্যার প্রচলিত এই কথাটি ভুল। কুরআনের মুল আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার তিনশোর কিছু বেশি। একেক গননায় একেক রকম। এই বিষয়ে বিস্তর তাহকিক পেশ করেছেন শায়খ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা.। মাসিক আল-কাউছারের বিশেষ সংখ্যা 'আল-কুরআন'-এ এই বিষয়ে বড় একটি প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়েছে। আগ্রহ পাঠক অবশ্যই তা পড়ে নিবেন। অনেক ফাওয়ায়েদ রয়েছে তাতে। -অনুবাদক

পারলোনা। ইমামও ‘গাড়ে’ (গুহায়), কুরআনও ‘গাড়ে’ আর অনুসারীরা সব বাজারে। (সকলের উচ্চ হাসির আওয়াজ)

তো, এখন খেয়াল করুন, শিয়াদের সাথে আমাদের যে মতানৈক্য তা শুধু হযরত আবু বকর ও ওমর রা.কে কাফের বলার কারণে নয়। আসল কারণ হলো শিয়ারা এই কুরআনের অস্বীকারকারী। শিয়াদের আকিদা হলো আমাদের সামনে যে কুরআন আছে তা অপূর্ণাঙ্গ আল্লাহর কিতাব। মৌলবি মকবুল দেহলবির তরজমায় এই কথাও আছে কুরআনের যত জায়গায় ‘ওয়া ক্বলাশ শায়তান’ আছে সবজায়গায় শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.। এইকথা আমার হাতের এই কিতাবে লেখা আছে।

উর্দুতে শিয়াদের দুটো তরজমাতুল কুরআন। যেগুলোর হাশিয়াতে জায়গায় জায়গায় স্পষ্ট লেখা আছে ‘এই কুরআন পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানে কুরআনের দুইটি তরজমা আছে। প্রত্যেক শিয়াদের বাসায় এই দুইটি তরজমাই আছে। আর এই উভয় তরজমায় এই কথা স্পষ্ট আছে কুরআন মদখোর খলিফারা পাল্টিয়ে ফেলেছে, আবু বকর ও ওমর ইবনুল খাত্তাব পাল্টিয়ে ফেলেছে। উছমান পরিবর্তন করে ফেলেছে। এই কুরআনের কোনো হাকিকত নেই!

এখন একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়, যদি এই কুরআন পরিবর্তনই হয়ে থাকে তাহলে তোমরা এই কুরআন কেনো পড়ো? মৌলবি মকবুল দেহলবি লিখিতভাবে এই কথা উত্তর দিয়েছে যে, আমরা ইমামের হুকুমের কারণে অপারগ। ইমাম বলেছেন ‘যতদিন পর্যন্ত আসল কুরআন তোমাদের সামনে না আসবে ততদিন এই ভুল কুরআন পড়তে থাকো’

খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝুন!

শিয়াদের যত কুফরি আছে তার প্রধান এবং প্রথম কারণ হলো শিয়ারা কুরআনের অস্বীকারকারী। কিসের অস্বীকারকারী? জোরে আওয়াজে

কিসের অস্বীকারকারী? শিয়ারা বর্তমানে আমাদের সামনে থাকা কুরআনের অস্বীকারকারী।

(দুই. শিয়াদের কুফরের মৌলিক দ্বিতীয় কারণ।)

শিয়াদের কুফরের দ্বিতীয় মৌলিক কারন তাদের আকিদা হলো, বারো ইমামের মর্যাদা সমস্ত নবি রাসুলদের থেকেও বেশি। এবং এই আকিদা শিয়াদের মৌলিক গ্রন্থ 'উসুলে কাফি'তে উল্লেখ আছে।

এই উসুলে কাফি শিয়া মাজহাবের মৌলিক কিতাব। এবং আপনারা এই কথা ভালোকরে মুখস্থ করে নিন। মুসলমানদের হাদিসের যেমন ছয়টি মৌলিক কিতাব আছে তেমনি শিয়াদের হাদিসের চারটি কিতাব আছে। এই চার কিতাবকে শিয়া মাজহাবে 'উসুলে আরবাআ' এবং 'সিহাহে আরবাআ' বলে।

১. প্রথম কিতাবের নাম হলো আল-জামিউল কাফি। এটার আবার তিনটি অংশ। প্রথম অংশ হলো 'উসুলে কাফি'। এটা দুখন্ডে। এখানে শুধু আকিদার আলোচনা। দ্বিতীয় অংশ হলো 'ফুরুয়ে কাফি'। এটা পাঁচখণ্ডে। এখানে শুধু মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তৃতীয় অংশের নাম হলো 'রওজাতুল কাফি'। এটা এক খন্ডে। এখানে তাদের ইমামদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা আছে। জামিউল কাফি (তিনো অংশের সমষ্টি) শিয়াদের প্রথম সারির মৌলিক কিতাব। এই কিতাবটির মর্যাদা শিয়াদের কাছে ঠিক ঐরকম যেমন আমাদের কাছে 'সহিহ বুখারীর' মর্যাদা।

২. দ্বিতীয় কিতাব 'তাহজিবুল আহকাম'।

৩. তৃতীয় কিতাব 'আল-ইসতিবছার'।

৪. চতুর্থ কিতাব 'মানলা ইয়াহজারুহুল ফাকিহ'।

এখন খেয়াল করুন, শিয়াদের যে এই চার হাদিসের বই, দুনিয়ার কোনো শিয়া এই কিতাবগুলোকে অস্বীকার করেনা। আমি যদি করাচির কোনো শিয়া আলেমের উদ্ধৃতিতে কথা বলি তাহলে লাহোরের শিয়া বলবে, এটা তো আমাদের বক্তব্য নয়, আমরা এটা মানিনা। যদি আমি সৌদির শিয়াদের উদ্ধৃতিতে কথা বলি তখন ইরানের শিয়ারা বলবে, আমরা এটা মানিনা। যদি আমি খোমেনির লেখিত বইয়ের উদ্ধৃতি দেই তাহলে হয়তো দুনিয়ার কোনো শিয়া বলবে, আমি খোমেনির কথা মানিনা। কিন্তু শিয়াদের হাদিসের এই চার কিতাব—দুনিয়ার কোনো বারো ইমামে বিশ্বাসী শিয়া এটা অস্বীকার করবেনা। বরঞ্চ খোমেনি তার কিতাব 'আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ'তে এই চারো কিতাবের বিশুদ্ধতার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এবং এই চারটি কিতাব বেশি বেশি পড়ার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন।

পাকিস্তানে শিয়াদের দুটি গ্রুপ। এক হলো 'তাহরিকে নেফাজ'। এরা হলো ফিরকায়ে জা'ফারিয়্যাহ। আরেকটি হলো 'মুছবি গ্রুপ'। মুছবি গ্রুপকে অপর শিয়ারা বলে ওয়াবি শিয়া। আর নিজেদের দাবি করে আসলি শিয়া। কিন্তু শিয়াদের আরেকটি দল আছে পাকিস্তানে। সেটা হলো 'ইত্তেফাকে ওলামায়ে শিয়া'। এটা তাদের তৃতীয় গ্রুপ।

আপনারা ভেবে অবাক হবেন, এই তিনটি গ্রুপই 'উসুলে কাফি'কে সনদসহ কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব মনে করে। এই চারো কিতাবকে-আল-জামিউল কাফি, আল-ইস্তিবছাস, মানলা ইয়াহজারুহুল ফকিহ ও তাহজিবুল আহকাম- দুনিয়ার সমস্ত শিয়া মানে।

ভায়েরা আমার!

এবার লক্ষ্য করুন, আমি উসুলে কাফির হাওয়ালায় বলছি,

উসুলে কাফিতে আছে—এই কুরআন পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে।

উসুলে কাফিতে আছে—এই কুরআনের সতেরো হাজার আয়াত।

উসুলে কাফিতে আছে—এই কুরআনে আহলে বাইতের নাম ছিলো যা কেটে ফেলা হয়েছে।

উসুলে কাফিতে আছে—দুই হাজার রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ হয় যে, এই কুরআন পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে।

উসুলে কাফিতে আরেকটি বক্তব্য আছে 'রিসালাত' অধ্যায়ে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল আম্বিয়াদের মর্যাদা বারো ইমাম থেকে কম। ইমামতের মর্যাদা নবুওয়াতের মর্যাদা থেকেও বেশি। মোটকথা হলো হযরত আলি রা.-র মর্যাদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও বেশি।

উসুলে কাফিতে এই কথাও আছে—চারজন ব্যাতিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবা মন থেকে কখনোই মুসলমান হয়নি। একজন হলেন আম্মার ইবনে ইয়াসার রা.। দ্বিতীয়জন হলেন মিকদাদ রা.। তৃতীয়জন হলেন সালমান ফারসি রা.। চতুর্থজন হলেন আবু জ্বর গিফারি রা.। শিয়াদের আকিদা হলো—এই চারজন ব্যাতিত সমস্ত সাহাবা কাফের।[6]

ভায়েরা আমার! খুব মনোযোগ দিন!

শিয়াদের কুফরের মৌলিক কারন কয়টি? তিনটি। মুখস্থ করে নিন। জোরে বলুন, শিয়াদের মৌলিক কুফরি কয়টি? তিনটি। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে এটা বলবোনা যে, শিয়ারা জুলুস বের করে, কিন্তু আমরা বের করিনা তাই তারা কাফের। শিয়ারা তাকিয়া করে কিন্তু আমরা করিনা তাই তারা কাফের। শিয়া মুতা বিবাহ করে, আমরা করিনা তাই তারা কাফের। এই বিষয়গুলো শিয়াদের কুফরের আসল

6) আমার কাছে যে অডিওটি আছে এখান থেকে বেশকিছু অস্পষ্ট।

কারণ নয়। শিয়াদের কুফরের আসল কারণ হলো, শিয়ারা ঐ কুরআনের অস্বীকারকারী যে কুরআনের হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ আরশে নিয়েছেন। যে কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব চৌদ্দশত বছর পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁটাইয়ে বসে নিয়েছেন। যে কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশ করেছেন, আল্লাহ হিফাজত করেছেন, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাহাবা রা. নিয়েছেন। শিয়ারা সেই কুরআনের দুশমন। ঐ কুরআনকে মদখোরদের রচিত বই বলে। এই জন্যে শিয়া সন্দেহহীন কাফের।

খুব মনোযোগ দিন!

শিয়াদের কুফরের প্রথম কারণ আপনারা ভালো করে বুঝেছেন? কি কারন? শিয়ারা কুরআনের অস্বীকারকারী। এই জন্যে শিয়ারা দুনিয়ার সবচে জঘন্য কাফের। শিয়াদের কুফরের দ্বিতীয় কারণ হলো তারা খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী। শিয়াদের নিকট বারো ইমামের মর্যাদা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া আ. থেকেও বেশি। আমি উসুলে কাফির উদ্ধৃতিতে কথাটা বললাম অধ্যায় হলো 'রিসালাত'। আচ্ছা এটাও একপাশে রাখেন। খোমেনির লেখিত বই 'আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া' ৪১ নং পৃষ্ঠায় উর্দু এডিশন যা করাচির থেকে শিয়ারা ছাপিয়েছে সেখানে খোমেনি লেখে, 'এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া ঐ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারেনি যা আমাদের বারো ইমাম পৌঁছেছে।'

এটা কার আকিদা? শিয়া আর খোমেনির আকিদা। উসুলে কাফিতেও এই আকিদা আছে। খোমেনির কিতাবেও এই আকিদা আছে। তাহলে আপনি আমাকে বলুন, এই কথা বলা 'যে কুরআনের অস্বীকারকারী সে কাফের।'

ভাইয়েরা! 'যে যে' এই শর্তের সাথে কেনো বলছেন? এভাবে কেনো বলেননা যে, শিয়াই কাফের? ফুছফুছ বা এমনে-সেমনে ঘুরিয়ে বলার বিষয় এটি? এরকম কিছু আছে এখানে? আরে, শিয়ারা তো হযরত আবু

বকর রা.-র নাম ধরে ধরে কাফের বলে। আর তুমি 'যে যে' শর্ত দিয়ে কাফের বলছো! এটা কোনো কথা!?

আরে কি করছেন আপনারা, থামুন। আমি প্রথমেই বলেছি স্লোগান না তুলে কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করুন। শ্লোগানের কারনে কথাগুলো আর মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়না। মনোযোগ দিয়েছেন তো? আমার কথা আপনাদের বুঝে আসছে তো? তাহলে জোরে আওয়াজে বলুন, শিয়াদের কুফরের প্রথম কারণ কি? শিয়ারা কুরআনের অস্বীকারকারী। এই জন্যে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেছে।

শিয়াদের কুফরের দ্বিতীয় কারণ কি? শিয়া খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী। কিসের অস্বীকারকারী? খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী। এখন যদি খতমে নবুওয়াত কনফারেন্সে কোনো শিয়া এসে এই কথা বলে আমি খতমে নবুওয়াত স্বীকার করি। আর ওলামারা এই কথা মেনে তাকে সেখানে জায়গা দেয় তাহলে এটা ওলামায়ে কেরামের দোষ নয়। বরং এটা তাদের ঐ ধোঁকার কারনে, যে ধোঁকা দেওয়াকে তারা তাদের আকিদার মূল অংশ মনে করে। অর্থাৎ তাকিয়া করা।

তো, শিয়াদের নিকট সমস্ত নবির মর্যাদা বারো ইমাম থেকে কম। সুতরাং শিয়া হলো খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী কাফের। জোরে আওয়াজে বলুন, শিয়ারা খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী।

(তিন. শিয়াদের কুফরের মৌলিক তৃতীয় কারণ)

শিয়াদের কুফরের মৌলিক তৃতীয় কারণ হলো তারা আবু বকর ও ওমর রা.কে কাফের ও মুনাফিক বলে। উসুলে কাফিতে মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব কুনাইনি বড় স্পষ্ট করে লেখেছে যে, আবু বকর ও ওমর মন থেকে কখনোই কালিমায়ে শাহাদাত পড়েনি। এই দুজন কাফের এবং জাহান্নামী। (নাইযুবিল্লাহ)

এই উদ্ধৃতির পর শিয়ারা মুসলমান? হয়তো বলুন, আমি যে উদ্ধৃতিগুলো দিচ্ছি তা ভুল। এই কথাগুলো তাদের কিতাবে নেই। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি যদি কথাগুলো তাদের কিতাবে না থাকে তাহলে আমাকে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে দিন। আর যদি আমার হাওয়ালা ঠিক থাকে তাহলে এই ফুছফুছি কথা ছেড়ে দিয়ে 'সিপাহে সাহাবার' সাথে আসুন।

আমি এই কথা পাকিস্তান সরকারকেও বলেছি। আপনারা শুনেছেন ২৮ সেপ্টেম্বর লাহোরে আমাদের সাক্ষাৎ ছিলো প্রধানমন্ত্রীর সাথে। পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবার সিপাহে সাহাবাকে ঐ সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা শিয়াকে কেনো কাফের বলো? এটা প্রথমবার ছিলো। তো আমাদের জবাব দেওয়া উচিত ছিলো কি না? কেউ কেউ আপত্তি তুলেছে ঐখানে তো শিয়া আছে আপনি সেখানে কেনো গিয়েছেন? আমি বললাম কুরআনেও তো আছে,

﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡا

হে আহলে কিতাবরা তোমরা আসো.....

কখনো এমন সময়ও আসে কাফেরদের ডেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। আর আমাদেরকেও কাফের শিয়াদের চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

আপনারা এই কথা শুনে খুশি হবেন, আমাদের এটা জানা ছিলো সেখানে শিয়াদের কুফরের বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হবে। তর্ক-বিতর্ক হবে। এই জন্যে আমি শিয়াদের লিখিত একশো দশটি কিতাব জমা করেছি। কতগুলো? একশত দশটি। এগুলোর মাঝে কিছু আরবি, কিছু ফারসি, ইংরেজি আর বেশি ছিলো উর্দু বিভিন্ন পুস্তিকা ও মোটা বই।

পরে আমি ভাবলাম এতগুলো কিতাব কে পড়বে? এই কথা ভেবে আল্লাহর তাওফিকে সাক্ষাতের চারদিন পূর্বে ঐ কিতাবগুলোর যে পৃষ্ঠসমূহে আপত্তিকর কথা ছিলো সেগুলো আমি ফটোকপি করিয়েছি। তো সবগুলো ফটোকপি মোট ২৬৫ পৃষ্ঠার একটি দস্তাবেজ আমরা জমা করলাম। এই ২৬৫ পৃষ্ঠার ৫০টি কপি করে প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে নিয়ে রাখলাম—এই হলো শিয়াদের কিতাব আর তাদের কুফরি। এখানে একটি কিতাবও আমাদের নয়। আমাদের কোনো রিসালা বা আমাদের কোনো জবাবি বই নয়। এইসবগুলো শিয়াদের বই।

প্রধানমন্ত্রী আমায় জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা শিয়াদের কেনো কাফের বলো? আমি বললাম, এই জন্যে যে, শিয়ারা হযরত আবু বকর ও ওমরকে কাফের বলে।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, এটা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, এটা খোমেনির নিজেরই বক্তব্য।

তিনি বললেন, খোমেনি এটা কখনোই লেখতে পারেনা।

এই কথা শুনে আমি খোমেনির এই কিতাব 'কাশফে আসরার' যেটা আপনাদেরও দেখাতে চাই। এখানে দেখুন কিতাবের শুরুতে খোমেনির ছবিও আছে এবং ইরান থেকে ছাপানোর ঠিকানাও আছে। তো যখন আমি প্রধানমন্ত্রীর সামনে এই কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করলাম প্রধানমন্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমি বললাম আমার হাতের এই কিতাব খোমেনির লেখা। ইরান থেকে ছাপানো। এই কিতাবের ১১৯ পৃষ্ঠায় খোমেনি বড় অহংকার ও গর্বের সাথে একদম স্পষ্ট করে এই কথা লেখেছে, ওমর ইবনুল খাত্তাব আসলি কাফের এবং যিন্দিক ছিলো।[7]

7) আসলি কাফের বলা হয় যে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ জন্মগত কাফের।

মনোযোগ দিন!

আমি বললাম এটা খোমেনির লেখা বই। খোমেনির বক্তব্য। যদি এই কিতাব খোমেনির না হয় তাহলে আমাকে যা বলবেন আমি মাথা পেতে নিবো। পিছন থেকে একজন বলে উঠলো, এটা ইন্ডিয়ার 'র'য়ের এজেন্টরা ছাপিয়ে পাকিস্তানে পাঠিয়েছে আমাদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর জন্যে।

আমার কাছে আরেকটি কিতাব ছিলো যার নাম 'ছহিফায়ে ইনকিলাব'। এটা তাহরিকে নেফাজ–ফিককায়ে জা'ফারিয়ারা পাকিস্তান থেকে ছেপেছে। ঐ কিতাবের শুরুতে তারা লেখেছে খোমেনি ৭০টি কিতাব রচনা করেছেন। তার লিষ্ট হলো এগুলো এগুলো। তৃতীয় নাম্বারেই আছে 'কাশফে আসরার'-র নাম। এটা দেখিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, এই যে ৭০টি কিতাব এগুলোও কি 'র'য়ের এজেন্টরা ছাপিয়েছে? আমি বললাম খোমেনির লেখিত ৭০টি কিতাবের তালিকা তো পাকিস্তানের সবচে বড় শিয়াদল 'তাহরিকে নেফাজ' ফিরকায়ে জা'ফারিয়ারাই বলছে। যার মধ্যে তৃতীয় তালিকায় 'কাশফে আসরার'-র নাম আছে। আর সেই কাশফে আসরার আপনাদের সামনে আমি রাখলাম।

আমার মাথায় এটাও ছিলো যে তার এই আপত্তি করবে, 'কাশফে আসরার যেটা খোমেনি লেখেছে সেটা আরেকটা। আপনি ভিন্নটা পেশ করছেন'। কিন্তু কেউ এই প্রশ্ন করেনি। ঐ প্রশ্নের জবাবও আমার কাছে ছিলো।

আপনি বিশ্বাস করুন, যখন আমি শিয়াদের উদ্ধৃতিগুলো দিলাম, যেহেতু পাকিস্তান সরকারের সমস্ত লোক সেখানে ছিলো এবং অনেক শিয়াও সেখানে ছিলো, তো সেখানে বসা এক শিয়া পিছন থেকে বলে উঠলো, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ইমামের অপমান সহ্য করা হবেনা।

আমি বললাম, ফারুকে আজমের অপমানও সহ্য করা হবেনা।

ভায়েরা আমার মনোযোগ দিন!

এই কিতাব আমার হাতে। খোমেনি এই কিতাবে প্রকাশ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ সাহাবা ও সাথিকে গালি দিয়েছে যার ব্যাপারে রাসুল বলেছেন, আমার পর যদি নবুওয়াতের দরজা খোলা থাকতো তাহলে ওমরই সেই যোগ্য ব্যক্তি ছিলো যার মাথায় নবুওয়াতের মুকুট পড়ানো যেতো।'[৪]

এই 'কাশফে আসরার'-র ১১৫ পৃষ্ঠায় খোমেনি লেখে, আবু বকর, ওমর, উছমান ও আবু উবাইদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই জন্যেই লেগেছিলো যাতে তার মৃত্যুর পরে এরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। যদি এই লোকগুলোর এই কথা বিশ্বাস হতো, রাসুলকে মিথ্যাপ্রমান করলে তারা ক্ষমতা পেয়ে যাবে তাহলে তারা রাসুলকে প্রকাশ্যে মিথ্যাপ্রমান করে ক্ষমতা অর্জন করে নিতো।'

এই কিতাবে এই কথাও স্পষ্ট আছে, আবু বকর ও ওমরের যে গ্রুপ ছিলো তারা শুধুমাত্র এই কারণেই রাসুলের সাথে ছিলো যাতে তারা ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। অন্তর থেকে কেউ রাসুলের সাথে ছিলোনা'।

এই কিতাবের ১০৭ পৃষ্ঠায় খোমেনি আরেকটি কুফরি স্পষ্ট করে লেখেছে, 'আমি ঐ রবকে রব মানিনা যে উছমান ও মুয়াবিয়ার মত বদচরিত্রের লোকদের খলিফা বানিয়ে দিয়েছে।'

ঐ উছমানের ব্যাপারে এটা বলা হচ্ছে, যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই মেয়ের জামাই। ঐ উছমান যাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একটি মেয়ে বিবাহ দিয়েছেন। সে

---

৪) জামে তিরমিজি হাদিস নং ৩৬৮৬। হাদিসটির মূল পাঠ হলো,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب

যদি আমার পর কেউ নবি হতো তাহলে সে হতো ওমর।

ইনতেকাল করলো। আরেকটি মেয়ে বিবাহ দিলো। সেও মারা গেলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর বললেন, আমার যদি চল্লিশটি মেয়ে থাকতো আর একজন ইনতেকাল করলে আরেকজন এভাবে করে প্রত্যেককে হে উছমান! তোমার কাছে বিবাহ দিতাম।

হে মুলতানের মুসলমান! হে খাইরুল মাদারেসের মুসলমান!

যাদের বিবাহে তোমাদের মেয়েরা আছে, যাদের ঘরে তোমাদের মেয়েরা আছে তাদেরকে ভদ্র-নম্র ও সুশীল বলা হয়। কিন্তু আজ চৌদ্দশত বছর পর রাসুলের দুই মেয়ের জামাই, যিনি ৮২ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের কোনো শত্রুকেও গালি দেয়নি, যাকে অন্যায়ভাবে ছুরিগাত করে করে শহিদ করা হয়েছে। আজ চৌদ্দশত বছর পর তাকে বদমাশ বলা হচ্ছে, তাকে বদচরিত্রের বলা হচ্ছে, তাকে মদখোর বলা হচ্ছে। আমাকে বলো! রাসুলের সাহাবিকে বদচরিত্রের অধিকারী আর মদখোর বলার অপরাধে আমি কি করবো? আমি এইগুলো দমন করতে কোন পথ অবলম্বন করবো? খোমেনির এই কিতাব ইরানের রেডিওতে প্রচার করা হয়, ইরানের টিভিতে প্রচার করা হয়।

ইরানের রেডিওতে হযরত আবু বকর রা.কে কাফের বলে।

ইরানের রেডিওতে হযরত ওমর রা.কে কাফের বলে।

ইরানের রেডিওতে হযরত উছমান রা.কে বদচরিত্রের অধিকারী বলে।

এই কুফরির জবাবে কি ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর জবাব দেওয়া উচিত ছিলোনা। যখন কোনো মুসলাম হুকুমাত কিছুই করলোনা তখন আমরা বলতে বাধ্য হলাম।

আমাদের কাছে যদি রেডিও থাকতো, তাহলে আমরা সেখানে চিৎকার করে বলতাম। যদি টিভি চ্যানেল থাকতো, আমরা সেখানে গিয়ে গলা

ফাঁটাতাম। কোনো খবরের কাগজ থাকতো, তাহলে সেখানে চেচামেচি করতাম। আমাদের কাছে কিছুই নেই।

এখন আমায় বলো, এই কুফরগুলো থেকে মানুষকে সতর্ক করতে আমরা চৌরাস্তায় নামলাম, ফুটপাতে নামলাম। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করার অপরাধে আমার কায়েদের (হক নেওয়াজ শহিদ রহিমাহুল্লাহ .) সন্তানগুলোকে এতিম করে দেওয়া হলো, আমার কায়েদের বিবি বিধবা হয়ে গেলো, আমার কায়েদ যৌবন বয়সেই কবরে চলে গেলো। আর সুর্য যেভাবে চলছে আমার পুরো বিশ্বাস, একদিন আমাকেও এভাবে কবরে চলে যেতে হবে। এভাবে আমার বাচ্চাদের এতিম করে দেওয়া হবে।[9]

কিন্তু এই কথা মনে রাখো!

আমার এই জীবন সিদ্দিকের নামুস থেকেও বেশি পবিত্র নয়।

আমার জীবন আবু বকরের ইজ্জত থেকেও বেশি মূল্যবান নয়।

এই কুফরগুলো প্রকাশ্যে বলে বলে খণ্ডন করে আমার কায়েদের মত এই দুনিয়া থেকে যেতে প্রস্তুত আছি। বোম দিয়ে আমায় উড়িয়ে দিবে তাও তৈয়ার আছি, হাতকড়া পড়তে রাজি আছি, ফাঁসির কাষ্ঠে চড়তে খুশি আছি এবং হাজারো অত্যাচার সহ্য করে নিবো কিন্তু সিদ্দিককে কেউ গালি দিবে এটা সহ্য করতে পারবোনা। হয়তো এই যমীনে আমি থাকবো বা হযরত আবু বকর রা.-র দুশমন থাকবে। (আল্লাহু আকবর)

9) মরদে মুমিনের এই আশঙ্কাই বাস্তবতা হয়ে দেখা দেয়, অভিশপ্ত শিয়ারা হযরত ফারুকী রহিমাহুল্লাহ .কেও গুলি করে শহিদ করে দেয়।